জয় বাংলা

আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান

জয় বঙ্গবন্ধু

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

২৩শে জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সংগ্রাম, উন্নয়ন ও অর্জনে গৌরবদীপ্ত পথচলার ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৯ আষাঢ় ১৪২৭, ২৩ জুন ২০২০

বাণী

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের অগণিত নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীসহ দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এদিনে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক সামসুল হকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে। আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাসহ স্বাধিকার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে শহীদ আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের– যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আওয়ামী লীগ গণমানুষের এক সুবৃহৎ সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

বাঙালি জাতির মুক্তি ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকার কে এম দাস লেনের রোজ গার্ডেনে ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ ভূখণ্ডে প্রতিটি প্রাপ্তি ও অর্জন সবই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই হয়েছে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইতিহাস মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। আওয়ামী লীগ এ দেশের মানুষের আত্মপরিচয়ের সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৫২'র ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬২'র আইয়ুবের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৪'র দাঙ্গার পর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৬'র ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৯'র গণঅভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ দেশের মাটি ও মানুষের দল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগই অর্জন করেছে মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক এবং মানুষের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্বদানের সুমহান গৌরব। ১৯৭০'র নির্বাচনে বাঙালি জাতি আওয়ামী লীগের পক্ষে নিরঙ্কুশ রায় দেয়। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১'র ৭ই মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু করে ইতিহাসের নির্মমতম গণহত্যা। গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। গ্রেফতারের পূর্বে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত সফল মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালির হাজার বছরের লালিত স্বপ্নের ফসল– স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সদ্য স্বাধীন, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে যখন জাতির পিতা তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরের সংগ্রামে নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, তখনই ঘাতকেরা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করতে ৩রা নভেম্বর কারাগারে হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং স্বাধীনতা বিরোধী চক্র ও অবৈধ সেনাশাসকদের নির্যাতন আর নিপীড়নের মাধ্যমে ধ্বংস করার চেষ্টা করা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে। কিন্তু কোনো অপচেষ্টা কখনও সফল হয়নি। আওয়ামী লীগের তৃণমূল নেতা-কর্মী, সমর্থকরা জীবন দিয়ে সকল প্রতিকূলতা, ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে দলকে টিকিয়ে রেখেছে, শক্তিশালী করেছে।

গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে আবারও রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সফলভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে ঘুরে দাঁড়ায় বাংলাদেশ। আওয়ামী লীগ সরকারই খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশকে খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত করে। আওয়ামী লীগ সরকারের আন্তরিক উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় মহান ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পায়। ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কারও মধ্যস্থতা ছাড়াই স্বাক্ষরিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি। আওয়ামী লীগের এই পাঁচ বছরের শাসনামল জাতীয় ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল সময় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের অপশাসন, দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের ভোটে পুনরায় বিজয় অর্জন করে। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে আওয়ামী লীগ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গত সাড়ে ১১ বছরে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। স্বাস্থ্যসেবা এখন মানুষের দোরগোড়ায়। মানুষ বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ঔষধ পাচ্ছেন। শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমেছে, গড় আয়ু বেড়ে ৭৩ বছরে পৌঁছেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছি। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। সাক্ষরতার হার ৭৩ ভাগের উপরে উন্নীত হয়েছে। ৯৬ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিক ও কর্মমুখী করেছি। শহরের নাগরিক সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করে মহাকাশ বিজয় করেছে বাংলাদেশ। ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ২৮টির অধিক হাই-টেক পার্ক, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২, গভীর সমুদ্রবন্দর, পদ্মাসেতু, এলএনজি টার্মিনাল, এক্সপ্রেসওয়ে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' বাস্তবায়ন শুরু করেছি।

আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি। ওয়াদা অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছি। জঙ্গিবাদ ও হরতালের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্থিতিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছি। আমরা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমার শান্তিপূর্ণ সমাধান করেছি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে।

আমরা ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ থেকে বছরব্যাপী জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী-মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে আমরা মুজিববর্ষের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জনসমাগম না করে টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করেছি। তবে মুজিববর্ষে গৃহহীনদের ঘর করে দেওয়া হবে। এদেশে কেউ গরিব, গৃহহীন থাকবে না।

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। দেশের বিভিন্ন খাতে মোট প্রায় ১ লাখ ১ হাজার ১১৭ কোটি টাকার ১৯টি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ পরিবারকে এককালীন ২৫০০ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি ২ হাজার ডাক্তার ও ৫ হাজার ৫৪ জন নার্সকে নিয়োগ দেওয়াসহ আরও প্রায় ৩ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। জীবন ও জীবিকা রক্ষায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে প্রয়োজনীয় অফিস-আদালত-কলকারখানা চালু করা হয়েছে। সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মোকাবিলায় যে কোনো জরুরি চাহিদা মেটাতে ২০২০-২০২১ সালের অর্থবছরে ১ হাজার কোটি টাকার থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই দুর্যোগে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষকে নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ সংকট উত্তরণে আমাদের সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করে যাবে। আওয়ামী লীগ দল হিসেবেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ। আশা করি, আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে পারব। সকলের প্রতি অনুরোধ থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে, গণজমায়েত না করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি পালন করবেন।

বাঙালি জাতির প্রতিটি মহৎ, শুভ ও কল্যাণকর অর্জনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা রয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। ইনশাআল্লাহ, ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণকে সঙ্গে নিয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ, উন্নত ও আধুনিক সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করবে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে প্রিয় বাংলাদেশ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

দুর্যোগে দুর্বিপাকে আওয়ামী লীগ সর্বদা মানুষের পাশে

সংগ্রাম, সৃষ্টি ও উন্নয়নে ৭১ বছরের পথ চলায় আওয়ামী লীগ

ড. হারুন-অর-রশিদ

২০২০ সালের ১৭ই মার্চ–২০২১ সালের ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবর্ষ। ২০২০ সালের ২৩শে জুন এ দেশের অন্যতম প্রাচীন, সর্ববৃহৎ, ঐতিহ্যবাহী, অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর স্বহস্তে গড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আওয়ামী লীগের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রতিষ্ঠা থেকে বর্তমান পর্যন্ত আওয়ামী লীগের রয়েছে সুদীর্ঘ ৭১ বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ, সৃষ্টি ও অর্জনের ইতিহাস। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা আওয়ামী লীগ ও বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে আওয়ামী লীগের এবারকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তাই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন পুরান ঢাকার কে এম দাস লেনের কে এম বশির ওরফে হুমায়ুন সাহেবের 'রোজ গার্ডেন'-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিম সমর্থক প্রগতিশীল অংশের নেতা-কর্মীদের সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা। বঙ্গবন্ধু কারাবন্দি থাকা অবস্থায় মাত্র ২৯ বছর বয়সে দলের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। দলের উদ্যোক্তারা সেদিন কি জানতেন যে, ভবিষ্যৎ ইতিহাসের কী বীজ তারা এর মাধ্যমে বপন করেছেন? একজন নিশ্চিত করে তা জানতেন আর তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশকালে তিনি এই মর্মে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, "আমাদের এই মহান কাউন্সিল অধিবেশন সাংগঠনিক ও অন্যান্য ব্যাপারে এমন গভীর বাস্তব ধর্মী সিদ্ধান্ত করিবে যে, উহা আমাদের সংগঠনকে উদ্দীপিত ... করিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক দুনিয়ার জন্য এক অমর ইতিহাস সৃষ্টি করিবে।" কী আশ্চর্যজনকভাবেই-না তাঁর এ ভবিষ্যৎ বাণী আওয়ামী লীগের মাধ্যমে কার্যকর হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন সত্যি, তবে তাঁর লক্ষ্য ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র ছিল না। তাঁর রাষ্ট্রভাবনা ছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতের পূর্বাঞ্চলে (আজকে যেখানে বাংলাদেশ) বাঙালিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা (*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃ. ২২ দ্রষ্টব্য)। তাই, দেশ বিভাগের প্রাক্কালে বাংলার মুখমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কতিপয় নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে 'স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু কলকাতায় ঐ উদ্যোগের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে একাধিক ছাত্র-জনতার সমাবেশে এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন।

৪৮ ও ৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিছক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির আন্দোলন ছিল না, বরং তা ছিল বাঙালির জাতীয় মুক্তি তথা স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন-সংগ্রামেরই অংশবিশেষ। বঙ্গবন্ধু শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামো ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে না পারলে বাঙালির জাতীয় মুক্তি সম্ভব নয়।

বঙ্গবন্ধু শুরুতেই ভাষা-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন ভাষা-আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দিদের (১১ই মার্চ ১৯৪৮) মধ্যে অন্যতম। ভাষা-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি কারাবন্দি অবস্থায় একটানা ১১দিন আমরণ অনশন পালন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ভালো করেই জানতেন, জাতীয় মুক্তির লড়াই কত কঠিন এবং এর জন্য সাংগঠনিক শক্তির অবশ্যকতা কত জরুরি। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ভরসা ছিল তারুণ্যের শক্তির ওপর। তাই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাড়ে ৪ মাসের মধ্যে তাঁর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ছাত্রলীগ (৪ঠা জানুয়ারি ১৯৪৮)। আর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১ বছর ১০ মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায় পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দল, আওয়ামী লীগ। ভাষা-আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উভয় সংগঠনের নেতা-কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভ্যানগার্ডের ভূমিকা পালন করেন।

শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ ছিল বাঙালিদের রাজনৈতিক দল, সর্বপাকিস্তানভিত্তিক দল নয়। ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৫৩-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ১৩ বছর তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক এবং ১৯৬৬-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ৮ বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তৃণমূল পর্যায় থেকে শক্ত ভিতের ওপর আওয়ামী লীগকে বাঙালির জাতীয় মুক্তির মঞ্চ হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এমনকি, ৯ মাস (১৯৫৬-১৯৫৭) মন্ত্রিত্বের পর স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদে থেকে দলকে গড়ে তুলতে মনোনিবেশ করেন, যা রাজনীতিতে বিরল ঘটনা।

চিন্তা-চেতনায়, আচার-আচরণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, বিশ্বাসে বঙ্গবন্ধু ছিলেন খাঁটি বাঙালি। ১৯৫২ সালে চীনের শান্তি সম্মেলনে যেমন বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন, তেমনি তিনিই একমাত্র নেতা যিনি পাকিস্তানের করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান গণপরিষদে ১৯৫৫ সালে স্পিকারের উদ্দেশে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করার অনুমতিদান না করা হলে 'ওয়াক-আউট' করবেন, এ সাহসী উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৪ সালে তিনিই সর্ব প্রথম জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দান করেন।

১৯৬১ সাল থেকেই বঙ্গবন্ধু বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতার লক্ষ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের চিন্তা-ভাবনা করেন। এ পথ বেছে নেয়ায় তাঁকে অনেক জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ১২ বছর তাঁর কারাগারে কাটে। বঙ্গবন্ধুর জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রই ছিল বৃহত্তর কারাগার। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধোত্তর ৬৬-র ৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি 'আমাদের বাঁচার দাবী' : ৬-দফা নামে নতুন কর্মসূচি পেশ করেন, যা বাঙালির মুক্তিসনদ বা 'ম্যাগনা কার্টা' নামে পরিচিত। আওয়ামী লীগের যে কাউন্সিল (১৮-২০শে মার্চ ১৯৬৬)-এ ৬-দফা দলের কর্মসূচি এবং বঙ্গবন্ধু সভাপতি নির্বাচিত হন, তার উদ্বোধনী সঙ্গীত ছিল 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি', যা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। ৬-দফার লক্ষ্য পাকিস্তানি রাষ্ট্রকাঠামোয় বাঙালির অধিকতর স্বায়ত্তশাসন অর্জন নয়, ৬-দফা ছিল বাঙালির স্বাধীনতার সনদ। এরপর আইয়ুবের আগরতলা মামলা (১৯৬৮) মোকাবিলা, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচনে ৬-দফার ওপর আওয়ামী লীগের গণম্যান্ডেট লাভ ও বিপুল বিজয় অর্জন, পাকিস্তানি ইয়াহিয়া সামরিক জান্তার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ২-২৫ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলন, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে বাঙালিদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আহ্বান, ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধুর সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে ১০ই এপ্রিল গঠিত 'মুজিবনগর সরকার'-এর পরিচালনায় ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন বাঙালি জাতির ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সরকার মাত্র সাড়ে ৩ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন ১০ মাসের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন, ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের পুনর্গঠন-পুনর্বাসন, ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের সে দেশে ফেরত পাঠানো, সদ্য স্বাধীন দেশের জন্য শতাধিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন, সরকার ও রাষ্ট্রীয় মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা বা ভিত্তি স্থাপন, অনেক সুদূরপ্রসারী আইন পাস, সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল বা সংগঠন গঠন নিষিদ্ধ ইত্যাদি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হয়।

কী সরকার কী বিরোধী শিবিরে যে-কোনো অবস্থানে থেকেই আওয়ামী লীগ বিগত ৭১ বছর ধরে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করে এসেছে। ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দিলে বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানালেন, 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'। দাঙ্গা বন্ধ হলো। আওয়ামী লীগ অগ্রবর্তী চিন্তার পতাকাবাহী দল। এ দল নিজে স্বপ্ন দেখে, মানুষকে স্বপ্ন দেখায় এবং সে স্বপ্ন পূরণও করে। জাতির জনকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাঙালির জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে এবং ৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতাবিরোধী দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে পরিবারের উপস্থিত সকল সদস্যসহ জাতির পিতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানি সেনা-আমলা ও সাম্প্রদায়িক ধারায় ফিরে যায়। একই বছর ৩রা নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় জাতীয় ৪ নেতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের যাতে বিচার না করা যায়, সে জন্য কুখ্যাত 'ইনডেমনিটি আইন' (২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫) পাস করা হয়। বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি-সমর্থকদের ওপর নেমে আসে নির্যাতনের স্টিমরোলার। অপরদিকে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে দল গঠনের সুযোগ দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় ও বিদেশী দূতাবাসে চাকরি দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী, দলছুট ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে নিয়ে সরকারি প্রশাসন ও ক্ষমতা ব্যবহার করে ক্ষমতা দখলকারীদের কর্তৃক দল গঠন করা হয়। এ সবই চলে জেনারেল জিয়া ও এরশাদের সেনা শাসন আমলে।

এমনি এক চরম প্রতিকূল অবস্থায় দীর্ঘ ৬ বছর বিদেশে নির্বাসনে থাকাকালীন অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে দেশে প্রত্যাবর্তন করে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জীবনের শত ঝুঁকি আর একাধিকবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে দীর্ঘ ৪ দশক ধরে সরকারে ও সরকারের বাইরে থেকে এ কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে আসতে হয়।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ আওয়ামী লীগ দেশের সবচেয়ে সুসংহত ও সুসংগঠিত বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৫ বছরের জন্য সরকার গঠন ও পরিচালনার সুযোগ পায়। এরপর পুনরায় ২০০৯ সাল থেকে ক্রমাগত ৩ টার্ম তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। শেখ হাসিনা শুধু আওয়ামী লীগেরই সভানেত্রী নন, তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির ঐক্যেরও প্রতীক।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্য সর্বজনবিদিত এবং দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে প্রশংসিত। তথ্য-প্রযুক্তি অবলম্বনে দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করা তাঁরই অবদান। তাঁর নেতৃত্বের কারণেই বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী-মানবতাবিরোধী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর শীর্ষ সহযোগীদের বিচার অনুষ্ঠান ও বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যা ছিল অপরিহার্য। তাঁর নেতৃত্বে নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা বিশ্ববাসীর নিকট 'রোল মডেল'। সংবিধানে ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুনঃস্থাপন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, দারিদ্র্য সীমা হ্রাস, মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি, এক দশক ধরে ক্রমাগত উন্নয়নের হার বৃদ্ধি, মানুষ